আবার যখের ধন

হেমেন্দ্র কুমার রায়

সম্পাদনায়
পিয়েল আর. পার্থ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
বাবুগঞ্জ বরিশাল

এক

ভূত না চোর?

সন্ধ্যাবেলা। দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে আছে। একজনের হাতে একখানা খবরের কাগজ, আর একজনের হাতে একখানা খোলা বই। সামনে একটা টেবিল, তার তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে—মস্ত একটা দেশি কুকুর।

একজনের নাম বিমল, আর একজনের নাম কুমার। কুকুরটার নাম হচ্ছে বাঘা। 'যখের ধনে'র পাঠকরা নিশ্চয়ই এদের চিনতে পেরেছেন?

কুমার হঠাৎ খবরের কাগজখানা মহা-বিরক্তির সঙ্গে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "খবরের কাগজের নিকুচি করেচে!"

বিমল বই থেকে মুখ তুলে বললে, "কী হলো হে? হঠাৎ খবরের কাগজের ওপর চটলে কেন?"

কুমার বললে, "না চটে করি কী বলি দেখি? কাগজে নতুন কোনো খবর নেই। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! না, পৃথিবীটা বেজায় একঘেয়ে হয়ে উঠেচে!"

বিমল হাতের বইখানা মুড়ে টেবিলে রেখে দিয়ে বললে, "পৃথিবীকে তোমার আর পছন্দ হচ্ছে না? তাহলে তুমি আবার মঙ্গল-গ্রহে ফিরে যেতে চাও?"

"না, দেখা দেশ আর দেখতে ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে চন্দ্রলোকে যাওয়া ভালো।"

"ওরে বাস্‌রে, সেখানে ভয়ানক শীত!"

"তাহলে পাতালে যাই চলো।"

"চন্দ্রলোকে গেলেও তোমাকে বোধ হয় পাতালে থাকতে হবে। সেখানে মাটির উপরে চির-তুষারের রাজ্য। পণ্ডিতরা তাই সন্দেহ করেন যে, চন্দ্রলোকের জীবরা পাতালের ভেতরে থাকে।"

"কিন্তু চন্দ্রলোক যাব কেমন করে?"

"সে কথা পরে ভাবা যাবে এখন... আপাতত রামহরির পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, বোধ হয় আমাদের জলখাবার আসচে, অতএব—"

রামহরি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল, তার দুই হাতে দু'খানা খাবারের থালা।

বিমল বললে, "এসো এসো, রামহরি এসো! রামহরি, তুমি যখন হাসিমুখে খাবারের থালা হাতে করে ঘরে এসে ঢোকো, তখন তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে। আজ কী বানিয়েচ রামহরি?"

রামহরি থালা দু'খানা দু'জনের সামনে রেখে বললে, "মাছের কচুরি আর মাংসের শিঙাড়া!"

বিমল বললে, "আরে বাহবা কী বাহবা। হাত চালাও কুমার, হাত চালাও।"

কুমার একখানা কচুরি তুলে নিয়ে বললে, "ভগবান রামহরিকে দীর্ঘজীবী করুন! আমাদের রামহরি না থাকলে এই একঘেয়ে পৃথিবীতে বাঁচাই মুশকিল হতো!"

মাছ-মাংসের গন্ধে বাঘারও ঘুম গেল ছুটে। সে-ও দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমে একটা 'ডন' দিয়ে চাঙ্গা হয়ে এগিয়ে এসে ল্যাজ নাড়তে শুরু করলে।

এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। বিমল বললে, "দেখো তো রামহরি, কে ডাকে।"

রামহরি বেরিয়ে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বললে, "একজন ভদ্রলোক তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেচি।"

খাবারের থালা খালি করে বিমল ও কুমার নিচে নেমে গেল। বাইরের

ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না, দিব্য ফর্সা রং, চেহারায় বেশ একটি লালিত্য আছে।

বিমল বললে, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদেরই। আপনারা আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। আমার নাম মানিকলাল বসু, আমার বাড়ি খুব কাছেই।"

বিমল বললে, "বসুন। আমাদের কাছে আপনার কী দরকার?"

"মশাই, আমি বড় বিপদে পড়েচি। আমার বাড়িতে বোধ হয় ভূতের উপদ্রব হয়েচে।"

বিমল বললে, "কিন্তু সেজন্যে আমাদের কাছে এসেচেন কেন? আমরা তো রোজা নই!"

মানিকবাবু বললেন, "এ যে-সে ভূত নয় মশাই, রোজা এর কিছু করতে পারবে না। আমি আপনাদের কীর্তিকলাপ সব শুনেচি, তাই আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেচি।"

বিমল বললে, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কী আগে খুলে বলুন দেখি!"

মানিকবাবু বললেন, "ওই যে বললুম, ভূতের অত্যাচার! আর অত্যাচার বলে অত্যাচার? ভয়ানক অত্যাচার! উঃ!"

বিমল ও কুমার হেসে ফেললে।

"আপনারা হাসচেন? তা হাসুন। কিন্তু আমার বাড়িটা যদি আপনাদের বাড়ি হতো, তাহলে আপনাদের মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে যেত। বুঝচেন মশাই, আমার বাড়িটা এখন ভূতের বৈঠকখানা হয়ে দাঁড়িয়েচে!"

"কীরকম, শুনি?"

"শুনুন তাহলে। ঠিক মাসখানেক আগে আমরা বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেশে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে দেখি, আমাদের সদর দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখি, উঠোনের ওপর রুপোর বাসন আর আমার স্ত্রীর গয়নাগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওপরে উঠে দেখি, প্রত্যেক ঘরের তালা ভাঙা। কোনো ঘরে টেবিলের ভেতর থেকে কাগজ-পত্তর বার করে কে

ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেছে, কোনো ঘরে লোহার সিন্দুক ভাঙা পড়ে আছে, কোনো ঘরে আলমারি ভেঙে কাপড়-চোপড়গুলো কে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেচে। অথচ কিছুই হারায়নি। বলুন দেখি, এসব কী ব্যাপার? চোর এলে সব চুরি করে নিয়ে যেত, কিন্তু আমার কিছুই চুরি যায়নি। এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড নয়?"

বিমল বললে, "তারপর?"

"দিন পনেরো আগে, অনেক রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেই শুনলুম, আমার টেরিয়ার কুকুরটা বেজায় চিৎকার করচে। তারপরেই সে আর্তনাদ করে একেবারে চুপ হয়ে গেল। আমি ভয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারলুম না, সেইখান থেকেই চেঁচাতে লাগলুম। তারপর বাড়ির সবাই যখন জেগে উঠল, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, আমার কুকুরটকে কে গলা টিপে মেরে ফেলেচে। আর তার মুখে লেগে রয়েচে এক খাবলা লোম!"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "লোম?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে লোম আমার কুকুরের নয়। লোমগুলো আমি কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েচি। এই দেখুন না।" বলেই মানিকবাবু কাগজের একটি ছোট পুরিয়া বার করে বিমলের হাতে দিলেন।

বিমল পুরিয়াটা খুলে লোমগুলো পরীক্ষা করে বললে, "আচ্ছা, এটা এখন আমার কাছে থাক। তারপর কী হয়েছে বলুন।"

মানিকবাবু বললেন, "কাল রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে—চারিদিক স্তব্ধ। হঠাৎ শুনলুম, আমার বাড়ির ছাতের উপর দুমদুম করে শব্দ হচ্ছে, সে মানুষের পায়ের শব্দ নয়, মানুষের পায়ের শব্দ অত ভারী হয় না, ঠিক যেন একটা হাতি ছাতময় চলে বেড়াচ্ছে! ভয়ে আমার চুলগুলো পর্যন্ত যেন খাড়া হয়ে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে কোনোরকমে বিছানার ওপরে উঠে বসলুম। বাড়িতে এই রকম গোলমাল দেখে আমি একটা বন্দুক কিনেছিলুম। তাড়াতাড়ি সেই বন্দুকটা নিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই ছাতের ওপরের পায়ের শব্দ থেমে গেল। রাত্রে আর কোনো হ্যাঙ্গাম হয়নি।"

বিমল শুধোলে, "আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। পুলিশ কোনোই কিনারা করতে পারেনি।"

"দেখুন মানিকবাবু, আপনার সমস্ত কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে যারা যারা আসচে তারা সাধারণ চোর নয়। তারা টাকাপয়সার লোভে আসচে না। আপনার বাড়িতে হয়তো এমন কোনো জিনিস আছে, যার দাম টাকাপয়সার চেয়ে বেশি।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মানিকবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, "বিমলবাবু, এ-কথা তো আমি একবারও ভাবিনি। ...হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেচেন, আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে বটে! ইচ্ছে করলে আমি রাজার ঐশ্বর্য পেতে পারি।"

"তার মানে?"

"তাহলে গোড়া থেকেই বলচি। আমার বাবার দুই ভাই। মেজো কাকার নাম সুরেনবাবু, ছোট কাকার নাম মাখনবাবু। গেল যুদ্ধের সময়ে আমার দুই কাকাই ফৌজের সঙ্গে আফ্রিকায় যান। তারপর তাঁদের আর কোনো খবর পাইনি। আজ তিন মাস আগে জাঞ্জিবার থেকে হঠাৎ মেজো কাকার এক মস্ত চিঠি পাই। চিঠির মর্ম মেজো কাকার ভাষাতেই আমার যতটা মনে আছে আপনাকে সংক্ষেপে বলচি:

'বাবা মানিক, আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, আমার বাঁচবার কোনো আশা নেই। এতদিন আমি তোমাদের কোনো খবর নিতেও পারিনি, নিজের কোনো খবর দিতেও পারিনি, কারণ, আফ্রিকার এমন সব দেশে আমাকে থাকতে হয়েছিল, যেখান থেকে খবরাখবর পাঠাবার কোনোই উপায় নেই।

এখন কী জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি শোনো। ইস্ট আফ্রিকার টাঙ্গানিকা হ্রদের কাছে এক পাহাড়ের ভেতরে আমি অগাধ ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছি। যে ঐশ্বর্য পেলে অনেক রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যাবে।

এ ঐশ্বর্য আমারই হতো। কিন্তু সাংঘাতিক পীড়ায় আমি এখন পরলোকের পথে পা দিয়েছি। আমার স্ত্রী-ও নেই, সন্তান-ও নেই—কাজেই ওই ঐশ্বর্যের সন্ধান আবার তোমাকেই দিয়ে গেলুম। ওখানকার সমস্ত ধনরত্ন তুমি পেতে পারো।

এই পত্রের সঙ্গে ম্যাপ পাঠালুম, সেখানি খুব যত্নে সাবধানে রেখো।

কোন্ পথে, কেমন করে, কোথায় গেলে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, এই ম্যাপে সব লেখা আছে। আর কেউ যেন এই ম্যাপের কথা জানতে না পারে।

আর একটা কথা মনে রেখো। একলা যেন এই গুপ্তধন নিতে এসো না। কারণ দুর্গম পথ, পদে পদে প্রাণের ভয়, সিংহ, বাঘ, বুনো হাতি, হিপো, গণ্ডার, সাপ, অসভ্য জাতি আর নানানরকম ব্যাধি, কখন যে কার কবলে প্রাণ যাবে, কিছুই বলা যায় না। এ-সব বিপদ যদি এড়াতে পারবে বলে মনে করো, তবেই এসো, নইলে নয়।

চিঠির সঙ্গে গুপ্তধনের একটা ইতিহাস দিলুম, পড়ে দেখলে অনেক সুবিধা হবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি

তোমার মেজো কাকা।'

"বিমলবাবু, আপনি কি মনে করেন, ওই ম্যাপের জন্যেই আমার ওপরে অত্যাচার হচ্ছে? কিন্তু এ-সব কথা তো আমি আর কারুর কাছেই বলিনি!"

বিমল খানিকক্ষণ ঘরের ভেতরে নীরবে পায়চারি করে বললে, "আপনার মেজো কাকার চিঠি আর ম্যাপ এখনও আপনার কাছেই তো আছে?"

"নিশ্চয়! সেই চিঠি আর ম্যাপ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ভেতরে পুরে আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েচি। সেখান থেকে কেউ তা খুঁজে বার করতে পারবে না।"

"আপনার মেজো কাকার চিঠি পেয়েছেন, মাস তিনেক আগে?"

"হ্যাঁ।"

"আর ঠিক তার দু'মাস পরেই আপনার বাড়িতে উপদ্রব শুরু হয়েচে। এতেও কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে, চোরেরা ওই ম্যাপখানাই চুরি করতে চায়?"

"এ চোরেরা কি অন্তর্যামী? ম্যাপের কথা এতদিন খালি আমি জানতুম, আর আজ আপনারা দু'জনে জানলেন।"

এমন সময়ে বাঘা এসে ঘরের ভেতরে ঢুকল। একবার মানিকবাবুর পা

দুটো গম্ভীরভাবে শুঁকে দেখলে, তারপর পথের ধারের একটা জানলার কাছে গিয়ে গরগর করতে লাগল।

মানিকবাবু চেয়ারের ওপরে দুই পা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ওকি মশাই, আপনার কুকুর অমন করে কেন? কামড়াবে না কি?"

বিমল এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দেখলে, বাইরে রোয়াকের ওপরে হুমড়ি খেয়ে বসে কে একটা লোক জানলায় কান পেতে আছে! সে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল, কিন্তু পারলে না। লোকটা তড়াক করে রোয়াক থেকে নেমে রাস্তায় পড়েই তীরের মতো ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানিকবাবু বললেন, "ও আবার কী?"

কুমার বললে, "চোরেরা আপনার পিছনে চর পাঠিয়েছিল।"

"আমার পিছনে। ও বাবা, কেন?"

"কেন আর, আপনি আমাদের এখানে কেন আসচেন, তাই জানবার জন্যে। আপনি ম্যাপখানা কোথায় রেখেচেন, লোকটা নিশ্চয়ই তা শুনতে পেয়েচে।"

মানিকবাবু আবার চেয়ারের ওপর হতাশভাবে বসে পড়ে বললেন, "তাহলে এখন উপায়?"

বিমল বললে, "উঠুন মানিকবাবু, শিগ্‌গির বাড়িতে চলুন। আজ রাত্রে চোরেরা নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি আক্রমণ করবে। আজ আমরাও আপনার বাড়িতে পাহারা দেবো।"

দুই

ভূত ও মানুষ

রাত দশটা বেজে গেছে। তারা মানিকবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। মানিকবাবুর বাড়ি একেবারে গঙ্গার খালের ধারে। প্রথমে খাল, তারপর রাস্তা, তারপর একটা ছোট মাঠ, তারপরে মানিকবাবুর বাড়ি। জায়গাটা কলকাতা হলে কী হয়, যেমন নিরালা, তেমনই নির্জন আর বাড়িঘরগুলোও খুব তফাতে-তফাতে।

আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু সে চাঁদে নামরক্ষা মাত্র। চারিদিক প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আশপাশের গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন কালোর কোলে জমাট বাঁধা অন্ধকারের গাছ।

বিজলি-মশালের (ইলেকট্রিক টর্চ) আলোটা একদিকে ফেলে বিমল বললে, 'মানিকবাবু, আপনার বাড়ির গায়েই ওই যে মস্ত-বড় গাছটা ছাত ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে, ওটা বোধ হয় বটগাছ?"

মানিকবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

সন্দেহপূর্ণ নেত্রে গাছের চারিদিকে আলো দেখতে-দেখতে বিমল কয়েক পা এগিয়ে গেল।

মানিকবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "কী দেখচেন বলুন দেখি?"

"দেখচি ও-গাছের ভেতরে কেউ লুকিয়ে আছে কি না?"

"ও বাবা, সে কী কথা। ও-সব দেখেশুনে দরকার নেই মশাই, চলুন, আমরা বাড়ির ভেতরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে বসে থাকি গে।"

"কিন্তু ওরা যদি ওই গাছ থেকে লাফিয়ে বাড়ির ছাতে গিয়ে ওঠে, তাহলে সদর দরজায় খিল লাগিয়ে করবেন কী?"

"গাছ থেকে লাফিয়ে ছাতে গিয়ে উঠবে? অসম্ভব!"